Bangladesh Association of Psychiatrists
Reg. No.: Dh-09797

Ref: BAP/2024/4

Date: 9/11/2024

Secretariat
National Institute of Mental Health
Room No. - 214 (1st floor), Block-A,
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh
Mob: +880-1711-311953
E-mail: bap.psychiatry@gmail.com
Website: www.bapbd.org

Convening Committee 2024

Advisor
Prof. Dr. Md. Rezaul Karim
Prof. Dr. Dewan A.K.M. Abdur Rahim
Prof. Dr. Md. Shafiul Hasan
Prof. Dr. A H M Mustafizur Rahman
Prof. Dr. Brig. Gen. Ashfaque Uzzaman Chowdhury (Retd.)

Convener
Prof. Dr. Md. Abdul Mottalib

Joint Convener
Dr. Md. Asauduzzaman
Prof. Dr. Maj. Md. Abdul Wahab (Retd.)
Prof. Dr. Brig. Gen. M Kumrul Hasan (Retd.)
Prof. Dr. Nilufer Akhter Jahan
Dr. S M Fahmid-ur-Rahman

Member Secretary
Prof. Dr. Md. Nizam Uddin

Joint Member Secretary
Dr. Md. Mahbubur Rahman
Dr. Mohammad Ali
Dr. Mohammad Shamsul Ahsan Maksud
Dr. Nafia Farzana Chowdhury
Dr. Monirul Islam
Dr. Mohammed Zubayer Miah
Dr. Md. Rahanul Islam
Dr. Md. Masud Rana Sarker
Dr. Md. Tayabur Rahman Royal

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গত শনিবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৪ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স হলে Mental health 2.0 শীর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্টস (বিএপি) সেমিনারটি আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট- এর উদ্যোগে ২০১৮-১৯ সালে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে দেশ-ব্যাপী পরিচালিত জরীপে দেখা গেছে, দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ১৮.৭ শতাংশ কোনো না কোনো মানসিক রোগে ভুগছেন। আঠারো বছরের বেশী যাদের বয়স, তাদের ৬.৭ শতাংশ বিষণ্নতা এবং ৪.৫ শতাংশ উদ্বেগজনিত রোগে ভুগছেন। অথচ আক্রান্তদের ৯২ শতাংশেরও বেশী মানুষ বিজ্ঞান-সম্মত কোনো মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পাননি বা নেননি। একই জরীপের ফল অনুযায়ী, আঠারো বছরের কম বয়সী শিশু-কিশোরদের মাঝে মানসিক রোগাক্রান্তের হার ১২.৬ শতাংশ। এবং এদের ৯৪.৫ শতাংশ কখনো মানসিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আসেনি। রোগ হওয়া সত্তেও এই বিপুল জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা-বঞ্চিত থাকার পেছনে নানা কারণ রয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীর স্বল্পতা, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র-শয্যা-ওষুধ সংকট, বাজেটে মানসিক স্বাস্থ্যে নগণ্য বরাদ্দসহ বিভিন্ন কারণের পাশাপাশি একটি বড় প্রভাবক হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব এবং কুসংস্কার।

তারা বলেন, জনগণের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে চলমান নানামুখী পদক্ষেপে আরো গতি আনতে হবে, পরিবর্তিত বাস্তবতায় আগামীর দিকে লক্ষ্য রেখে নিতে হবে নতুন পরিকল্পনাও। মানসিক রোগ চিকিৎসায় দক্ষ জনশক্তি বাড়াতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে সাইকিয়াট্রিস্ট রয়েছেন মাত্র ৩৫০ জন। সাইকিয়াট্রিস্টের পাশাপাশি সাইকোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিক নার্স, সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার সহ অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীরও সংকট রয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য সেবার সাথে জড়িত রয়েছেন প্রায় সাত শত নার্স। তারা মূলত মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত নার্স, যাদের অধিকাংশই দেশের দুটি বৃহৎ মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতালে কর্মরত। বিশেষায়িত সাইকিয়াট্রিক নার্স বাংলাদেশে নেই, কারণ এ সংক্রান্ত একাডেমিক কোর্স প্রথমবারের মত চালু হয়েছে এ বছরই মাত্র (ডিপ্লোমা)। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সাইকোলজিস্ট আছেন সাড়ে পাঁচশ-এর কিছু বেশী। এ সংকট দূরীকরণে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। এবং পেশাজীবীদের কাজ করার আদর্শ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ তৈরী করার পাশাপাশি স্নাতক পর্যায়ে ভবিষ্যত চিকিৎসকদের এমবিবিএস কারিকুলামে 'সাইকিয়াট্রি' বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় অর্থাৎ ইউনিয়ন-উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী চিকিৎসক-নার্সদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য সেবাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় একীভূত করতে হবে। মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে শহর থকে গ্রাম পর্যন্ত – সর্বত্র। সামাজিক নিরাপত্তা-স্থিতিশীলতা ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য মাদক নির্মূলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলনও আরো সক্রিয় ও গতিশীল করতে হবে। ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন-আসক্তি দূরীকরণেও সকলের সম্মিলিত প্রয়াস জরুরী। ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, যেমন- শিশু, নারী, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, দুর্যোগ-বিপর্যয়-সহিংসতার শিকার বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি, সামাজিক ও অর্থনৈতিভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী এদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষ নজর দিতে হবে। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন এবং নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করতে হবে। বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক ও আবেগীয় দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূরীকরণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা ও সংগঠনকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। স্কুল-কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনার অন্তর্ভুক্তি সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদের সাথে মানসিক স্বাস্থ্য বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সম্পর্ক থাকলে সেই সংবাদ লেখা বা প্রকাশের ধরণে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে ভুল ধারণা বা বিভ্রান্তি না ছড়ায়। আত্মহত্যা-সংক্রান্ত

Bangladesh Association of Psychiatrists
Reg. No.: Dh-09797

Convening Committee 2024

Advisor
Prof. Dr. Md. Rezaul Karim
Prof. Dr. Dewan A.K.M. Abdur Rahim
Prof. Dr. Md. Shafiul Hasan
Prof. Dr. A H M Mustafizur Rahman
Prof. Dr. Brig. Gen. Ashfaque Uzzaman Chowdhury (Retd.)

Convener
Prof. Dr. Md. Abdul Mottalib

Joint Convener
Dr. Md. Asauduzzaman
Prof. Dr. Maj. Md. Abdul Wahab (Retd.)
Prof. Dr. Brig. Gen. M Kumrul Hasan (Retd.)
Prof. Dr. Nilufer Akhter Jahan
Dr. S M Fahmid-ur-Rahman

Member Secretary
Prof. Dr. Md. Nizam Uddin

Joint Member Secretary
Dr. Md. Mahbubur Rahman
Dr. Mohammad Ali
Dr. Mohammad Shamsul Ahsan Maksud
Dr. Nafia Farzana Chowdhury
Dr. Monirul Islam
Dr. Mohammed Zubayer Miah
Dr. Md. Rahanul Islam
Dr. Md. Masud Rana Sarker
Dr. Md. Tayabur Rahman Royal

Ref:

Date:

Secretariat
National Institute of Mental Health
Room No. - 214 (1st floor), Block-A,
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh
Mob: +880-1711-311953
E-mail: bap.psychiatry@gmail.com
Website: www.bapbd.org

খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদ-মাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। নাটক-সিনেমায় মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং রোগ চিকিৎসার বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তুলে ধরতে হবে। ভুল তথ্য বা বিকৃত উপস্থাপনা কুসংস্কার বাড়াবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদেরও এ বিষয়ে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল আচরণ করা দরকার।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্টস (বিএপি)-এর আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল মোত্তালিবের সভাপতিত্বে বৈজ্ঞানিক সেমিনারটিতে সূচনা বক্তব্য দেন বিএপি এর সদস্য-সচিব অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নিজাম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন বিশ্বাস, সহ-সভাপতি, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ড্যাব); অধ্যাপক ডাঃ সাজেদ আবদুল খালেক, অধ্যক্ষ, ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনডিএফ; ডা: আসাদুজ্জামান কাবুল, সভাপতি, এনডিএফ ঢাকা নর্থ এবং যুগ্ম আহ্বায়ক, বিএপি। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাঃ তৈয়বুর রহমান রয়েল, ডাঃ হারুন অর রশিদ এবং ডাঃ মোঃ রাহেনুল ইসলাম। ভোট এব থ্যাংকস প্রদান করেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডাঃ মোহাম্মদ মুনতাসির মারুফ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অত্র ইনস্টিটিউটের রেজিস্ট্রার ডাঃ মোঃ আরিফুজ্জামান। হেলথ কেয়ার ফার্মা ছিল সেমিনারটির বৈজ্ঞানিক সহযোগী।

Mental health in the coming decade in Bangladesh: possibilities and challenges শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডা: মোঃ তৈয়বুর রহমান, রেজিস্ট্রার, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট । তিনি মূলত সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের জন্য যথেষ্ট পদ সৃষ্টি করা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কমিউনিটি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং ওষুধের চিকিৎসার পাশাপাশি গুরুতর মানসিক রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে নতুন বাংলাদেশ ২.০তে মানসিক স্বাস্থ্য ২.০ বাস্তবায়নের তাগিদ দেন। যুক্তরাজ্যের টাওয়ার হ্যামলেটসের চিকিৎসক ডাঃ হারুন-উর রশিদ আলোচনা করেন যুক্তরাজ্যের প্রাইমারি মেন্টাল হেলথ কেয়ার নিয়ে এবং কিভাবে তা বাংলাদেশে প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে। জুলাই গণহত্যায় আহত ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য অবস্থা এবং প্রয়োজন বৈজ্ঞানিকভাবে মূল্যায়নের জন্য গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন ডা. মো. রাহেনুল ইসলাম, রেসিডেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডা: মোঃ আসাদুজ্জামান কাবুল মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধের পাশাপাশি সাইকোথেরাপি, রিহ্যাবিলিটেশন ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিএপিকে এই বিষয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। অধ্যাপক ডা:সাজেদ আব্দুল খালেক নবগঠিত বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট (বিএপি)- এর আহ্বায়ক কমিটিকে অভিনন্দন জানান এবং নতুন বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রসারে নেতৃত্ব দেওয়ার আহবান জানান। ডা: মো: মোসাদ্দেক হোসেন বিশ্বাস (ডাম্বেল) বক্তব্যের শুরুতে বিপ্লবের স্পৃহা নিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যকে এগিয়ে নেওয়ার আহবান জানান। তিনি বিএপির নেতৃবৃন্দকে সাংগঠনিকভাবে ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

Prof. Dr. Md. Abdul Mottalib
Convenor
Bangladesh Association of Psychiatrists

Prof. Dr. Md. Nizam Uddin
Member Secretary
Bangladesh Association of Psychiatrists